অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

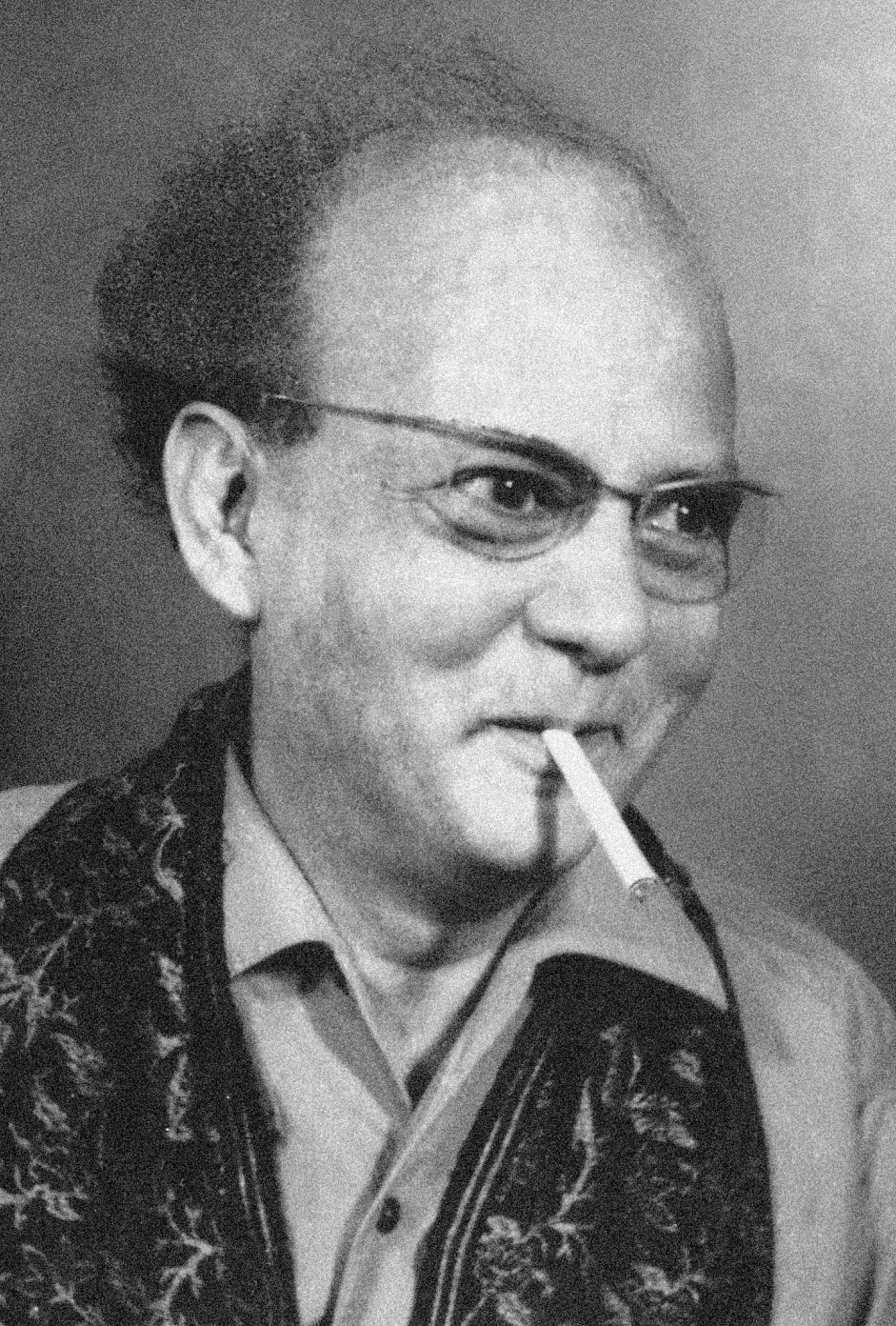

অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহিত হাসান

KOBI PROKASHANI

অপ্রকাশিত চিঠিপত্র
সৈয়দ মুজতবা আলী
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহিত হাসান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Aprokashita Chithipotra by Syed Mujtaba Ali Compiled and edited by Muhit Hasan Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: December 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-8-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সৈয়দ মুজতবা আলী

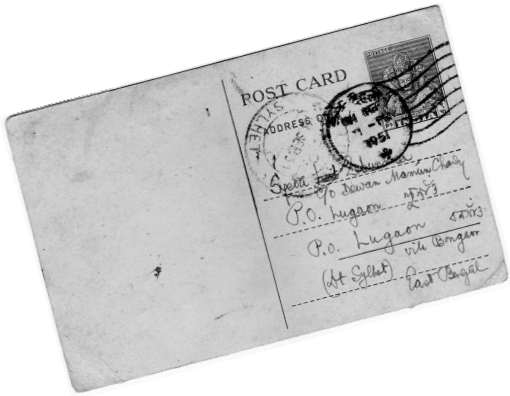

প্রবেশক

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৪-১৯৭৪) যেমন কোনো ক্লান্তি ছিল না, তেমনি পরিচিত বন্ধু-সুহৃদদের থেকে আরম্ভ করে শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কি অচেনা পাঠকদের চিঠি লিখবার বেলাতেও তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তাঁর সত্তর বছরের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পত্রলেখার যজ্ঞে ছেদ পড়েনি। তবে আফসোসের বিষয়, মুজতবা আলীর লিখিত পত্রসম্ভার আজ অবধি পূর্ণরূপে সংকলিত কিংবা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর জন্মশতবর্ষ (২০০৪) উপলক্ষ্যে ঢাকার স্টুডেন্ট ওয়েজ থেকে প্রকাশিত আট খণ্ডের রচনাবলির সপ্তম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে নানাজনকে লেখা মাত্র ৬৩টি চিঠি। এর আগেই অবশ্য অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরীর সম্পাদনায় বাল্যবন্ধু সয়ফুল আলম খানকে লেখা মুজতবা আলীর ৩৬টি চিঠি *সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্রগুচ্ছ* নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে, বাংলা একাডেমি থেকে। আর সম্প্রতি (২০১৯) প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অভীককুমার দের সম্পাদনায় প্রাণতোষ ঘটককে লেখা মুজতবার ৮৪টি ছোট-বড় চিঠির সংকলন *প্রিয়বরেষু* ছাপা হয়েছে কলকাতার দীপ প্রকাশন থেকে।

এই ত্রয়ীগুচ্ছের বাইরে মুজতবা আলীর লেখা আরও চিঠি যে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরেই রয়ে গেছে, তা হলফ করেই বলা চলে। কিছু চিঠি এখন অবধি অপ্রকাশিত। আবার কিছু প্রাপকদের স্মৃতিকথা বা অন্যান্য গ্রন্থে ও নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। স্পষ্টভাষী মুজতবা আলীর মানসজগৎ ও সাহিত্য-সমাজচিন্তা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য এই চিঠিগুলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হতে পারে। তা সত্ত্বেও মুজতবা আলীর একটি পূর্ণাঙ্গ পত্র-সংকলন কেন আজ অবধি প্রকাশ পেল না, সেটি স্পষ্ট নয়।

এখানে মোটমাট ২০ জনকে লেখা সৈয়দ মুজতবা আলীর ৩৭টি অপ্রকাশিত (বা অগ্রন্থিত) চিঠি সংকলিত হলো। এগুলো পূর্বোক্ত মুজতবা-রচনাবলি বা মুজতবা আলীর লেখা অন্য কোনো বইতে ছাপা হয়নি। মূলত প্রাথমিক উৎস, কয়েকটি সাময়িকপত্র ও প্রাপকের গ্রন্থ থেকে আমরা এগুলো এখানে একত্রিত করার প্রয়াস নিয়েছি।

সংকলিত পত্রগুচ্ছে রয়েছে ছোট বোন সৈয়দা জেবুন্নেসা খাতুনকে লেখা মুজতবা আলীর একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি—অপ্রকাশিত এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯৫১ সালে, মুজতবা তখন দিল্লির 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশন্স' বা আইসিসিআর-এ কর্মরত; ছোট বোনকে নিজের লেখা পড়ানোর আকুলতা থেকে *দেশ* পত্রিকা পাঠানোর আয়োজনের প্রসঙ্গ ছাড়াও এই চিঠিতে নিজের দাম্পত্যজীবন নিয়ে মুজতবার সরস মন্তব্য নজর কাড়ে। এই চিঠিটি পাওয়া গেছে জেবুন্নেসার কন্যা নুর রুখসার চৌধুরীর সৌজন্যে।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পৌত্রী সুনন্দা বাগচীকে লেখা চারটি অপ্রকাশিত চিঠি আর অভিনেতা বিকাশ রায়ের পুত্রবধূ বীথি রায়কে লেখা একটি অপ্রকাশিত চিঠি পাওয়া গেছে যথাক্রমে ঈশিতা ভাদুড়ী ও সুমিত রায়ের সৌজন্যে।

ছান্দসিক-কবি আবদুল কাদির ও মুজতবা আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ ইরতিজা আলী রুমানকে লেখা অপ্রকাশিত চিঠি দুটি পাওয়া গেছে প্রখ্যাত গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে।

কবি ও গীতিকার ফজল-এ-খোদাকে লেখা অপ্রকাশিত চিঠিটি পাওয়া গেছে তাঁর পুত্র সাংবাদিক-ছড়াকার ওয়াসিফ-এ-খোদার কাছ থেকে।

রাজনীতিবিদ-কূটনীতিক কামরুদ্দীন আহমদকে লেখা চিঠিটির প্রতিলিপি লভ্য তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*তে (ঢাকা : জোবেদা খানম, ১৯৭৯); তবে আশ্চর্যের বিষয়, চিঠিটি ওই বইতে চিত্রাকারে মুদ্রিত হলেও সেখানে মুজতবা আলীর কোনো উল্লেখই নেই।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে লেখা চিঠিটি নেওয়া হয়েছে সৈয়দ ইরফানুল বারীর বই *ভাসানী সমীপে নিবেদন ইতি : মওলানা ভাসানীকে লেখা চিঠিপত্র* ১৯৬৯-১৯৭৬ (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০১৮) থেকে।

কবি কালিদাস রায়কে লেখা মুজতবার দুটি চিঠি প্রথম প্রকাশ পায় *কোরক সাহিত্য পত্রিকার* বিশেষ চিঠিপত্র সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৪)। উল্লেখ্য, কালিদাস রায় কবিতা লেখার পাশাপাশি স্কুল-পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সংকলনের কাজও করতেন, তাই *দেশে বিদেশে*র কোনো অংশ পাঠ্য হবার উপযুক্ত কি না সেই প্রসঙ্গও চিঠিতে উঠে এসেছে।

মুজতবা আলীর আজীবনের সখা প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে লেখা দুটি চিঠি *দেশ* পত্রিকার ৮২ বর্ষ ২৩ সংখ্যায় (১৫ আশ্বিন ১৪২২) প্রথম মুদ্রিত, আইয়ুবের পুত্র-কন্যা চম্পাকলি ও পূষণ আইয়ুবের সৌজন্যে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা বলেই মনে হয় এখানে সমসাময়িক প্রসঙ্গে ও অনেক সাহিত্যিকের সম্বন্ধে মুজতবার মন্তব্য রীতিমতো চাঁছাছোলা ও দুঃসাহসী। উল্লেখ্য, আইয়ুব-পত্নী গৌরী আইয়ুবকে চিঠিটিও একইসঙ্গে ছাপা হয়।

সাহিত্যিক-সাংবাদিক পরিমল গোস্বামী ছিলেন মুজতবা আলীর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ। তাঁদের মধ্যে নিয়মিত পত্র-মারফত যোগাযোগ থাকলেও তার অধিকাংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র

হাতেগোনা কিছু চিঠি পরিমল গোস্বামী তাঁর *পত্রস্মৃতি* গ্রন্থে (কলকাতা : নবগ্রন্থনা, ১৯৭১) ছাপিয়েছিলেন। সেসবের কিছু আবার পুরো চিঠিও নয়, চিঠির অংশবিশেষমাত্র। কাজেই ওই গ্রন্থ থেকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমন তিনটি চিঠি—যেগুলোর পূর্ণরূপ লভ্য।

গত শতকের ষাটের দশকের তখনকার তরুণ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুজতবা আলীর পরিচয় খানিকটা আকস্মিকভাবেই। সাহিত্যকেন্দ্রিক একটি বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে ভয়ানক তর্কাতর্কি বাধে। পত্রিকান্তরে উতপ্ত পত্র-বিনিময়ও হয়। অতঃপর সুনীলের লেখা পড়ে মুজতবা মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে এক পরম স্নেহের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এখানে সুনীলকে লেখা তাঁর চারটি চিঠি অন্তর্ভুক্ত হলো। উল্লিখিত পত্র চতুষ্টয়েও সুনীলের প্রতি তাঁর মমতামাখানো স্নেহের পরিচয় মিলবে। চিঠিগুলো ছাপা হয়েছিল সুনীলকে *লেখা চিঠি* (কলকাতা : তালপাতা ২০১২) শীর্ষক অধুনা দুর্লভ পত্রসংকলনে।

১৯৬৯ সালের গোড়ায় আসামের শিলচর কলেজের তৎকালীন উপাধ্যক্ষ দেবব্রত দত্ত মুজতবাকে চিঠি লিখেছিলেন কলেজের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে প্রধান বক্তা হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে। এখানে সংকলিত দেবব্রত দত্তকে লেখা তিনটি চিঠির প্রথম দুটি মূলত ওই অনুষ্ঠান ও শিলচরে যাতায়াতের প্রসঙ্গ-অসুষঙ্গ ঘিরেই আবর্তিত। তৃতীয় চিঠিটি লেখা এর এক বছর পর, ১৯৭০ সালে; প্রসঙ্গের দিক থেকেও খানিকটা ভিন্ন। সেখানে মুজতবা আসামের এক ধরনের বিশেষ বেতের পাটি কী করে কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা যায়—তারই তালাশ করছেন। প্রাপকপত্নী রমলা দত্তের সৌজন্যে এই চিঠিগুলো ছাপা হয় ছোটকাগজ *দীপন*-এর ৭ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ২০০৪-মার্চ ২০০৫)।

মুজতবা আলীর ব্যক্তিত্বের প্রতি মুগ্ধ হয়ে কলকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের তরুণ চাকরিজীবী সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী-শুভানুধ্যায়ীতে পরিণত হয়েছিলেন। মুজতবার বিপদ-আপদে তিনি শর্তহীনভাবে পাশে থাকতেন। তাঁকে লেখা পত্রসমূহে এক

শুভাকাঙ্ক্ষী-অনুরাগিনী পাঠিকাকে বার্তা পাঠানোর জন্য মুজতবার আন্তরিক-হৃদয়স্পর্শী আকুলতা নজরে আসে। সোমেন্দ্রনাথের পুত্র রাজেন চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে ছয়খানা চিঠি কলকাতার *রোববার* সাপ্তাহিকের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় ছাপা হয়। সেখান থেকেই এগুলো নেওয়া হলো।

কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কবিপত্নী আরতি সেন ও কবির জার্মানপ্রবাসী ভাই রঞ্জিত সেনগুপ্তকে লেখা পত্রত্রয় নেওয়া হয়েছে *বিভাব* পত্রিকা (দ্বাদশ বর্ষ সংখ্যা চার, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৯) থেকে।

কবি শামসুর রাহমানকে লেখা চিঠিটি পাওয়া গেছে বদরুল আলম নাবিল সম্পাদিত *শামসুর রাহমানের পত্র ও প্রেমপত্র* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০৭) সংকলনে।

বাল্যবন্ধু সয়ফুল আলম খানকে চিঠিটি পাওয়া গেছে সিলেটের স্থানীয় দৈনিক *যুগভেরী* থেকে।

বলে রাখা ভালো, ছাপানোর সময় মুজতবা আলীর নিজস্ব বানান-ভঙ্গিমা পুরোটাই বজায় রাখা হয়েছে। পত্রভেদে একই শব্দ বা নামপদের বানান তিনি একেকরকম লিখেছেন, এমনটিও ঘটেছে। বানানে সমতাবিধানের চেষ্টা না করে যে চিঠিতে যেমন বানান ছিল সেটিই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। পাঠক এতে আশা করি বিভ্রান্ত হবেন না। দরকারবোধে এক বা একাধিক টীকা কোনো কোনো চিঠির শেষে দেওয়া হয়েছে। প্রাপকদের নামের বর্ণানুক্রমে চিঠিগুলো বইতে সাজানো হলো।

মুহিত হাসান
১২ ডিসেম্বর ২০২৪
রাজশাহী

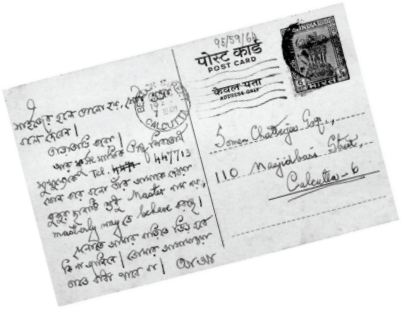

পত্রসূচি

আবদুল কাদিরকে লেখা	১৫
আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে লেখা	১৮
আবু সয়ীদ আইয়ুবকে লেখা	২০
আরতি সেনকে লেখা	২৫
কামরুদ্দীন আহমদকে লেখা	২৭
কালিদাস রায়কে লেখা	২৮
গৌরী আইয়ুবকে লেখা	৩১
দেবব্রত দত্তকে লেখা	৩২
পরিমল গোস্বামীকে লেখা	৩৬
ফজল-এ-খোদাকে লেখা	৪০
বীথি রায়কে লেখা	৪৩
রঞ্জিত সেনগুপ্তকে লেখা	৪৪
শামসুর রাহমানকে লেখা	৪৬
সয়ফুল আলম খানকে লেখা	৪৭
সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে লেখা	৫০
সুনন্দা বাগচীকে লেখা	৫২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা	৫৬
সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা	৬২
সৈয়দ ইরতিজা আলী রুমানকে লেখা	৮৯
সৈয়দা জেবুন্নেসা খানমকে লেখা	৯১

জীবনপঞ্জি	৯২
গ্রন্থতালিকা	৯৪

আবদুল কাদিরকে লেখা

রাজশাহী, ১৬/জুন/৬৮
C/O Mrs. R. Ali
Inspectress of Schools
Ershad Manzil
Malopara
Rajshahi.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,
জনাব,
আপনাদের কাছ থেকে নজরুল ইসলামের প্রথম দুই খণ্ড[১], ২) Perso-Arabic Elements in Bengali[২], ৩) বাংলা-উর্দু অভিধান প্রথম খণ্ড (স্বরবর্ণ), ৪) তারা পরিচিতি[৩]—মহাকাশ গ্রন্থমালা-২ বইগুলো উপহার পেয়ে যে কতদূর হৃষ্ট হয়েছি সেটা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সুকঠিন। লোকে ভাবে, সাহিত্যিক মাত্রই মনের ভাব ঝাঁ করে প্রকাশ করতে পারে। আমি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক নই, তবে এ কথা জানি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকও তাঁদের গল্প-উপন্যাসে যতই হাইজাম্প লঙজাম্প মারুন না কেন, আপন ব্যক্তিগত শোক কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ করতে গেলে ঘায়েল হয়ে যান। এমন কি অসাহিত্যিক সাদামাটা জন যে-স্থলে আটপৌরে Cliche ভাষায় তার ভাব অনুভূতি দিব্য প্রকাশ করে ফেলে, সাহিত্যিক সেখানে সে ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন বলে কিংবা/এবং সেটাকে বিদগ্ধজনোচিত বলে বিবেচনা করেন না বলে সেটিও ব্যবহার করতে পারেন না। আমার বিশ্বাস এ বাবদে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু আমি এ দেশে busman's holiday করতে আসিনি, অর্থাৎ

স্বর্গে ধান ভানতে আসিনি সে তথ্য আপনি সজ্জন বিলক্ষণ অবগত আছেন।

সব কটি পুস্তকই অতিশয় উচ্চাঙ্গের। আপনাকে সার্টিফিকেট দেবার মতো দম্ভ আমার নেই। সামান্য পাঠক হিসেবে অবশ্য বলবো, কবি কাজীর কাব্য-সম্পাদনা অনবদ্য, অত্যুৎকৃষ্ট; কোষগুলি অতিশয় সযত্নে মার্জিতরূপে মুদ্রিত। আর জ্যোতিষের বইখানা এ-দেশে, বিদেশে সর্বত্রই অতুলনীয় বলে গণ্য করা হবে। গ্রহ-নক্ষত্রের গ্রীক-লাতিন তথা সংস্কৃত নাম বের করা এমনতিইে কঠিন; তদুপরি এদেশে বসে সেগুলোর আরবী, ফার্সী নাম বের করা যে কতখানি দুরূহ—প্রায় অসম্ভব—তা আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়। এই বইখানা আমার বহুৎ মুশকিল আহসান করে দিয়েছে। নাতীনাত্নীদের গ্রহ-নক্ষত্র চেনাতে গিয়ে এখন আর হিমসিম খেতে হবে না। আমার আদেশে ওদের বাপচাচারা ঐ বইখানি কিনছেন। দুষ্টলোকে আমরা নাকি মাত্র একখানা বইয়ের কদর করতে জানি—সেখানা চেক বই। এবারে ইলাহি ভরসায় তার বিস্তর ব্যত্যয় হতে চললো। দামও আপনারা রেখেছেন নিতান্ত symbol রূপে। এরপরও যদি আপনাদের গুদোম সাফ না হয় তবে জানবো, আমাদের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে—দুষ্টলোকই ভুল করে, দৈবাৎ as an exception বরহক্ হক্ কথা বলে ফেলেছে!

আপনাদের ও আপনার আরো এন্তের এন্তের প্রশস্তি গাওয়া যেত, কিন্তু আপনার বয়স কম, পাছে ন্যাজ মোটা হয়ে যায় এবং তজ্জনিত গাফিলি সংক্রামিত হয়ে আপনার ভবিষ্যতের কাজ ভণ্ডুল হয়ে যায় তাই অতিশয় অনিচ্ছায় এ স্থলেই ক্ষান্ত দিলুম।

পুস্তকগুলির জন্য অশেষ শুকরিয়া জানাই। আশা করি ভবিষ্যতেও অধম হকীরকে ভুলবেন না। কিমধিকামিতি।

খাকসার
সৈযদ মুজতবা আলী

[পুনশ্চ]

কই, জনাব, সেই যে বলেছিলেন, মৌলা ছপ্পর ফোড়কে দেতা হৈ গোছ? আর কিছু দিন-না-দিন, নিদেন 'মহাকাশ গ্রন্থমালার' পয়লা খণ্ড কেরপা করুন।

আপনি হাত উপু করলেই আমাদের পব্বত!
ঐ আসে ঐ আসে বারোই জুলাই
তারপর আমি আর হেথা নাই!

সৈ. মু. আ.

১. কবি-ছান্দসিক ও সাহিত্য সমালোচক আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী* (১৯৬৬)।

২. ভাষাবিদ অধ্যাপক গোলাম মকসুদ হিলালীর (১৯০০-১৯৬১) বই *Perso-Arabic Elements in Bengali* (১৯৬৭)।

৩. জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের (১৯১৫-১৯৯৩) বই *তারা-পরিচিতি* (১৯৬৭)।

আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে লেখা

139 F
Dhanmondi
Road No. 1.
৪ বৈশাখ ১৩৭২

বহু সম্মানিত মহতরম জনাব মৌলানা সাহেব সমীপেষু,

আপনি আমাকে পত্র লিখিয়া যে প্রকারে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এই প্রকারের সম্মান আমাকে কেহই কস্মিনকালে জানায় নাই। বলা বাহুল্য আমি এ-হেন শ্লাঘা লাভের উপযুক্ত নই। আপনি আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ও হাজার হাজার সালাম গ্রহণ করুন।

আপনি লিখিয়াছেন আপনি কোন কূলকিনারা করিতে পারিতেছেন না।

আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ একদা গাহিয়াছিলেন :—

"পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে?
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে?
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে কোন দেশে?
আজ ভাবি মনে মনে মরীচিকা অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই, মনে ভয় লাগে সেই—
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।
কী আছে শেষে।"

কিন্তু তিনি আশা ছাড়েন নাই।